দৈনিক খবর

তারিখ ..29 OCT 1992.. ...
পৃষ্ঠা... ১ ... কলাম ..৬. ...

39

সরকারী দল ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে ঃ হাসিনা

।।স্টাফরিপোর্টার।।

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকারী দল ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে ২৯নং মিন্টু রোডে জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন কলেজের

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারী দল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শতাধিক নেতা-কর্মী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও শেখ হাসিনার নেত্রীত্বের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগে যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। যোগদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী। সভা পরিচালনা করেন এবং যোগদানকারীদের পরিচয় করিয়ে দেন সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম। বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য আমির হোসেন আমু, শামীম শাহরিয়ার ও হাসিবুর রহমান মুকুল। উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সহ-প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নান ও সাবেক ছাত্র নেতৃবৃন্দের মাঝে আব্দুর রহমান, আহমদ হোসেন, সাইফুল আহাদ সেলিম, জাহাংগীর সাত্তার টিংকু, এস এম কামাল হোসেন ও গোলাম মোস্তফা সুজন। যোগদানকারী ছাত্ররা শেখ হাসিনাকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি খিজির হায়াত লিজু ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথ নবাগতদের ফুল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে বরণকরেনেন।

যোগদানকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমি দোয়া ও আশীর্বাদ করি তোমরা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠ এবং দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ কর। তিনি বলেন, ছাত্র হিসেবে প্রধান দায়িত্ব লেখা-পড়া করা। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজ তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারে। ছাত্রলীগ তার জন্মলগ্ন থেকে প্রতিটি আন্দোলন এবং সংগ্রামে সর্বোপরি আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্র সমাজ ও গণমানুষের আকাংখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের মূলনীতিকে সামনে রেখে শিক্ষার মহান ব্রতে, শান্তির অন্বেষায় এবং প্রগতির লক্ষ্যে ছাত্রলীগের কর্মীদের গড়ে উঠতে হবে ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠন ছাত্রলীগকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বাংলার দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। আমাদেরকে অর্থনৈতিক মুক্তি আনতেহবে।

তিনি বলেন, সরকারী দলের মন্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে স্বীকার করেছেন তাঁরা ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। আমরা ছাত্রদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে বই, খাতা, কলম তুলে দিয়েছি। আমরা ছাত্র রাজনীতির সুস্থ ধারা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেহবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে দেশের শিক্ষাংগন এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে। শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে বিনষ্ট করেছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করে জাতির গর্ব ও গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকে বিতর্কিত করা হচ্ছে। বাংলার জনগণ একটি উন্নত জীবনের স্বপ্নকে সামনে নিয়ে সুদীর্ঘ সময় ধরে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে, আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষ আশা করেছিল জাতীয় সংসদ থেকে মানুষের কল্যাণে আইন প্রণীত হবে। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী শহীদের রক্তে প্রতিষ্ঠিত এই সংসদকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে মানুষের স্বার্থ বিরোধী, মৌলিক মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের কালা-কানুন প্রণয়নের জন্য।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৮ মাসের মাথায় শাসক গোষ্ঠীর গণতন্ত্র অনুশীলনে অযোগ্যতা, দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা, সন্ত্রাসী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দান, দলীয়করণ ও দখলীকরণ, ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নতজানু পররাষ্ট্র নীতি সর্বোপরি গণতন্ত্র বিরোধী মানসিকতা এবং কার্যক্রম দেশবাসীকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে।

সন্ত্রাস দমনের নামে সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও মানবাধিকার হরণ করার জন্যই সংসদে এই বিল এনেছে। এটি একটি সন্ত্রাসী কালা-কানুন। জনগণের উপর স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর জন্যই এ বিল। তিনি এই গণবিরোধী কালা-কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

শেখ হাসিনা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য এবং স্বাধীনতার সুফল বাংলার দুঃখী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রতি আহবানজানান।